দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 06 SEP 1998 ...
পৃঃ ১৪ কলাম ৭

লাইব্রেরিবিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

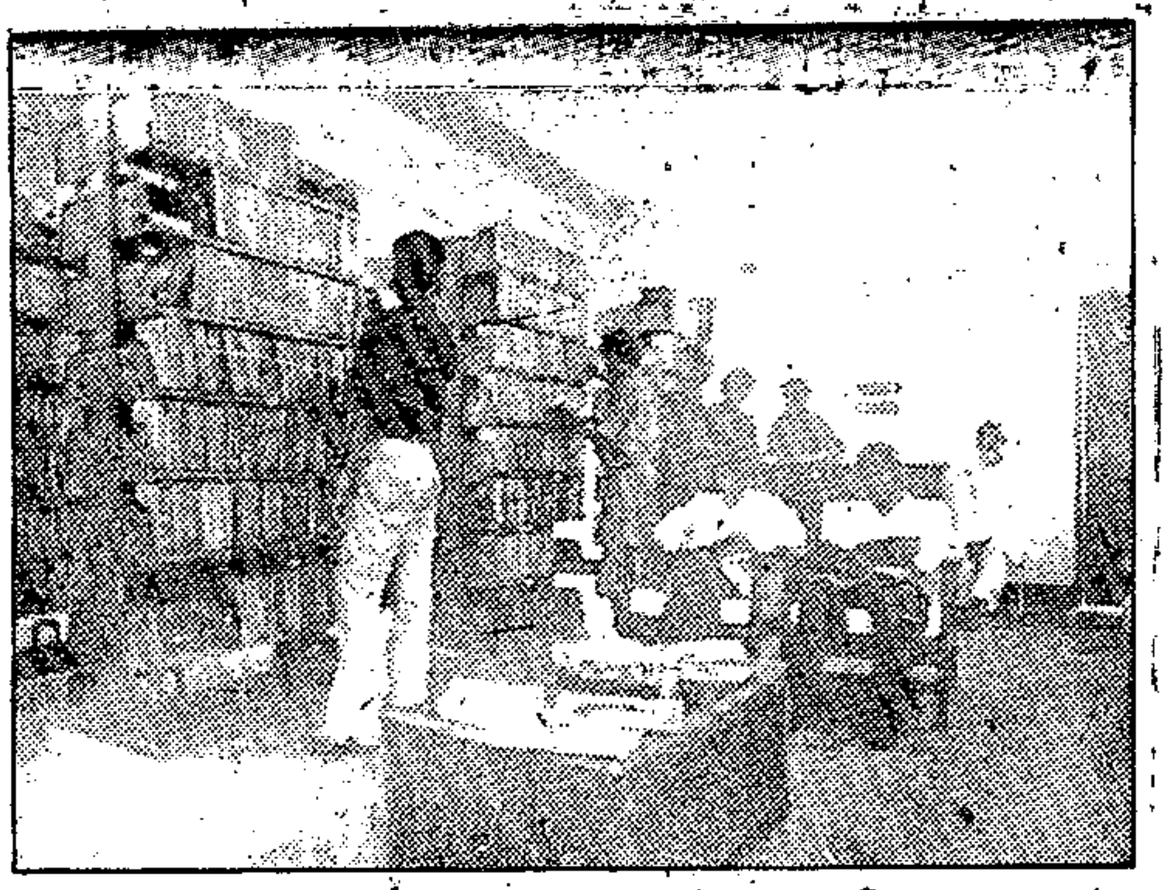

লাইব্রেরি না থাকলে শিক্ষা কার্যক্রম থাকে অসম্পূর্ণ —জনকণ্ঠ

ইমরুল কায়েস রাসেল

অনেকেই হয়ত অবাক, এটি আবার কেমন কথা যেখানে ছাত্ররা যায় শিক্ষা নিতে সেখানে লাইব্রেরি নেই। হ্যাঁ অবাক হওয়ারই কথা, কেননা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হচ্ছে জ্ঞান আহরণের তীর্থস্থান, এখানে অবশ্যই লাইব্রেরির প্রয়োজন। অথচ এ সত্যটি উপলব্ধি করেও দেশের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের সহায়ক লাইব্রেরি নেই। এর মধ্যে রয়েছে কয়েক হাজার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা। এসব প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরির নামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা নেয়া হয় ঠিকই। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরি আছে নামমাত্র। চেয়ার-টেবিল-শেলফ আছে ঠিকই কিন্তু বই নেই। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ১০/১২টি বই পড়ে আছে শেলফে। এসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময় লাইব্রেরির নামে সরকারী বরাদ্দ এলেও তা গায়েব হয়ে যায়। ফলে লাইব্রেরির কোন উন্নয়নই হয় না।

লাইব্রেরির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের এই উদাসীনতা কেন তা অনেকেরই বোধগম্য নয়। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা মনে করেন শুধু গদবাঁধা পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করতে পারলেই যথেষ্ট। তাঁরা এটা বুঝতে চান না ছাত্রছাত্রীর জ্ঞান বৃদ্ধি করতে অধিক পাঠের বিকল্প নেই। শুধু পাঠ্যপুস্তক নয়, বিশ্বকে ভাল করে জানতে প্রয়োজন সব ধরনের বই-পড়া। বিশেষ করে মফস্বলের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসাগুলোতে লাইব্রেরি নেই বললেই চলে। এর মূল কারণ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা।

লাইব্রেরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ জন্য অধিকাংশ নামীদামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। সেখানে রয়েছে শেলফের পর শেলফ ভর্তি বই। এসব লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় দেশী-বিদেশী কত খ্যাতিমান কবি, লেখক, গবেষকের বই, আর সহপাঠ্যতো আছেই। এতে উপকৃত হয় সকল ছাত্রছাত্রী।

স্কুল-কলেজে লাইব্রেরি থাকলে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যভ্যাস বৃদ্ধি পায়। পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ বাড়ে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমরা একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলেও দেশের হাজার হাজার স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় লাইব্রেরি নেই। না, এমনটি আর চলতে দেয়া যায় না, শিক্ষার মান বৃদ্ধির প্রয়োজনে স্কুল-কলেজে লাইব্রেরি অপরিহার্য। এতে ছাত্র-শিক্ষক দুই-উপকৃত হয়। আশা করব অচিরেই দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠবে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। এ ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকরা ব্যবস্থা নেবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও জোর ব্যবস্থা নিতে পারেন।